কুষ্টিয়ায় খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলা, দুটি স্কেভেটরে আগুন

কুষ্টিয়ার খোকসায় চলমান খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলায় দুটি স্কেভেটরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পাঁচজন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার হেলিপট খানপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা এলাকায় ২ হাজার ৫০০ মিটার খাল খনন কাজের উদ্বোধন করেন আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। প্রকল্পটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে বুধবার গভীর রাতে একদল মুখোশধারী দুর্বৃত্ত হামলা চালায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা দুইটি চলন্ত স্কেভেটর থামিয়ে চালকসহ পাঁচজন শ্রমিককে মারধর করে। পরে তারা স্কেভেটরের ব্যাটারি খুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া শ্রমিকদের মোবাইল ফোন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা।

খবর পেয়ে খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে খোকসা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে কুষ্টিয়া জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা রেজিবুল ইসলাম বলেন, “গত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে অস্ত্রধারী মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। তারা মোবাইল ফোন, ব্যাটারিসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় এবং স্কেভেটরে আগুন ধরিয়ে দেয়।”

খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর বলেন, “এ প্রকল্পের কাজে কারও সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ ছিল না। কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। আরও দুই দিনের মধ্যেই খনন কাজ শেষ করা সম্ভব হতো। কিন্তু দুইটি স্কেভেটরে আগুন দেওয়ায় ব্যাপক

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।”

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, “ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।”

দামুড়হুদায় দেড় বিঘা জমির ফলন্ত পেঁপে বাগান কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় এক হতদরিদ্র কৃষকের দেড় বিঘা জমির ফলন্ত পেঁপে বাগান রাতের আঁধারে কেটে নষ্ট করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীর।

ভুক্তভোগী কৃষক ইসরাফিল হোসেন (৫৪) গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত বরকত মন্ডলের ছেলে। তিনি উপজেলার গোবিন্দপুর নিমতলা ও বড়গালা মাঠে লিজ নেওয়া জমিতে পেঁপে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

জানা গেছে, উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর নিমতলা মাঠে ১০ কাঠা এবং বড়গালা মাঠে ১ বিঘা মোট দেড় বিঘা জমিতে ছিল তার স্বপ্নের পেঁপে বাগান। নিজের কোনো আবাদি জমি না থাকায় অন্যের জমি লিজ নিয়ে এই চাষাবাদ করছিলেন তিনি।

ইসরাফিল জানান, গত শনিবার বিকাল ৫টার দিকে তিনি বাগান ঘুরে দেখেন, তখন সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরদিন রবিবার সকাল ৭টার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পান, তার পুরো পেঁপে বাগান কেটে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখেন, ফলন্ত গাছগুলো নির্মমভাবে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “আমার চারটা ছেলে-মেয়ে, ভিটে ছাড়া কোনো জমি নেই। জমি লিজ নিয়ে চাষ করি। এখন আমার কী হবে? আমি কী করব? সব শেষ

হয়ে গেল।”

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত ঘটনা। এর আগেও তার ভুট্টা ক্ষেত কেটে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং গ্রামের মানুষ জানে কারা করেছে। তিনি দাবি করেন, এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি চান না গরিব মানুষ স্বাবলম্বী হোক। ফলে বারবার এ ধরনের ঘটনার শিকার হচ্ছেন তিনি। শুধু তিনি নন, আরও গরিব কৃষকের জমির ফসল এভাবে নষ্ট করা হয়, কিন্তু কেউ বিচার পান না।

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। স্থানীয়রা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী কৃষক ইসরাফিল হোসেন জানান, তিনি এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন এবং প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

গাংনীতে ২৪টি পরিবারের মাছ ধরার জাল পুড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

রাতের আঁধারে ২৪টি পরিবারের স্বপ্ন ও আয়ের উৎস পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। প্রায় তিন লাখ টাকার মাছ ধরার জাল আগুনে পুড়ে যায় বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ঘটনাটি গত বুধবার মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া ক্লাব বাজার এলাকায় ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম বলেন, “আমরা ২৪টি পরিবার একসঙ্গে মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সংসার এই জালের ওপর নির্ভরশীল। অথচ কারা যেন রাতের আঁধারে আমাদের জালগুলো পুড়িয়ে

দিয়েছে। এখন আমরা কী খাবো, কীভাবে আয় করবো? নতুন করে জাল কিনতে বর্তমানে প্রায় চার লাখ টাকা লাগবে। যদি আমাদের ওপর কারও এত রাগ থাকতো, তাহলে আমাদের গায়ে আঘাত করলেও সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবো?”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী মহিবুল হোসেন বলেন, “আমরা ঋণ নিয়ে দুটি জাল কিনে মাছের ব্যবসা করি। কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি ২৪টি পরিবার এই জালের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করি। যতদিন পর্যন্ত নতুন জাল কেনার টাকা জোগাড় করতে না পারবো, ততদিন আমাদের বসে থাকতে হবে। তাই অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।”

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। আগুনে পুড়ে যায় বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ঘটনাটি গত বুধবার মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মটমুড়া ক্লাব বাজার এলাকায় ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম বলেন, “আমরা ২৪টি পরিবার একসঙ্গে মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সংসার এই জালের ওপর নির্ভরশীল। অথচ কারা যেন রাতের আঁধারে আমাদের জালগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কী খাবো, কীভাবে আয় করবো? নতুন করে জাল কিনতে বর্তমানে প্রায় চার লাখ টাকা লাগবে। যদি আমাদের ওপর কারও এত রাগ থাকতো, তাহলে আমাদের গায়ে আঘাত করলেও সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবো?”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী মহিবুল হোসেন বলেন, “আমরা ঋণ নিয়ে দুটি জাল কিনে মাছের ব্যবসা করি। কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি ২৪টি পরিবার এই জালের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করি। যতদিন পর্যন্ত নতুন জাল কেনার টাকা জোগাড় করতে না পারবো, ততদিন আমাদের বসে থাকতে হবে। তাই অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।”

এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

কোটচাঁদপুরে দুর্বৃত্তের বিষে পুড়ে গেল কৃষকের কচুর ক্ষেত

চাচা-ভাতিজির পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে বিষ প্রয়োগ করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এক কৃষকের দেড় বিঘা জমির ইরি কচুর ফসল। ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর-সাবদারপুর সড়কের পাশের কুশকুড়ি মাঠে। এতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক। এ বিষয়ে তিনি সোমবার কোটচাঁদপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কোটচাঁদপুর-সাবদারপুর সড়কের পাশে কুশকুড়ি মাঠে শাহজামাল খান নামের এক কৃষক বাবু খান ও তামিমা তৈয়বা খানের কাছ থেকে দুই বিঘা জমি কিনে কচুর চাষ করে আসছিলেন। ২৬-০৬-২৫ তারিখে তামিমা তৈয়বা খানের নির্দেশে জমিতে ঘাস পোড়ানো বিষ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে সব কচু গাছ পুড়ে যায়।

ভুক্তভোগী কৃষক শাহজামাল খান জানান, “আমি বাবু খান ও তার ভাতিজি তামিমা তৈয়বা খানের কাছ থেকে দুই বিঘা জমি কিনে দেড় বছর ধরে ভোগদখল করে আসছি। বর্তমানে সেখানে আমি ইরি কচুর চাষ করেছি। পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে তামিমা তৈয়বা খান লেবার দিয়ে আমার জমিতে বিষ প্রয়োগ করান। এতে দেড় বিঘা জমির সব কচুর গাছ নষ্ট হয়ে গেছে।”

এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, “তাদের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। তারা তাদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।”

প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুস সামাদ বলেন, “ঘটনার দিন আমি মাঠে কাজ করছিলাম। হঠাৎ দুপুরে ২/৩ জন পুরুষ ও একজন নারী স্প্রে মেশিন নিয়ে আসে এবং জমিতে স্প্রে করতে থাকে। তবে আমি তাদের নাম-পরিচয় জানি না।”

তামিমা তৈয়বা খান বলেন, “বাবু খান আমার চাচা। তিনি আমাদের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়েছিলেন। পরে জানতে পারি, তিনি তাঁর অংশের জমি মনিরুল ইসলাম খানের কাছে বিক্রি করে আমাদের অংশের জমিও দখলে

দিয়েছেন। বিষয়টি আমি বর্তমান মালিকদের জানিয়ে জমি ছেড়ে দিতে বলেছি। কিন্তু তাঁরা জমি ছাড়েননি এবং চাষাবাদ অব্যাহত রেখেছেন। এ কারণে জমিতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমি শাহজামাল খানকে চিনি না, তার সঙ্গে আমার কোনো লেনদেন নেই। আমি কেবল মনিরুল ইসলাম খানকে চিনি।”

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “ভুক্তভোগী থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।”

ঝিনাইদহে পাকা ধান পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বকসিপুর মাঠে আড়াই বিঘা জমির পাকা ধানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার শেষ রাতের কোন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, সদর উপজেলার বকসিপুর গ্রামের আহমেদ হোসেনের ছেলে নাসির উদ্দীনের বাড়ির পাশে মাঠের মধ্যে পাকা ধান বেঁধে জাউলি দিয়ে রাখে। গভীর রাতে কে বা কারা মাঠের মধ্যে বেঁধে রাখা স্তুপ করা আড়াই বিঘা জমির ধানে আগুন দেয়। এতে আগুনে পুড়ে যায় সকল পাকা ধান।

কৃষক নাসির উদ্দীন জানান, পাকা ধান বেঁধে মাঠের মধ্যে জাউলি দিয়ে স্তুপ করে রাখা ছিল। রাতে দুর্বৃৃত্তরা ধানে আগুন জ্বালিয়ে তার সব ধান পুড়িয়ে দেয়। এতে করে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় কৃষক নাসির উদ্দীন হতাশা ব্যক্ত করেন। এলাকার কৃষকরাও ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানা (ওসি) অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন এঘটনা আমার জানা নেই। ভুক্তভোগীরা যদি অভিযোগ দেয় তাহলে আইনগত ভাবে ব্যবস্থা নিবো।

কুষ্টিয়াতে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যানের উপর দুর্বৃত্তদের হামলা

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় হামলা চালিয়ে জানিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মজিবর রহমানকে কুপিয়ে জখমের পাশাপাশি হাত-পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ বুধবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে জানিপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া বিহারীয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মজিবর রহমান জানিপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) বর্তমান চেয়ারম্যান। তাকে গুরুতর অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত চেয়ারম্যানের ভাই শহিদুল ইসলাম জানান, ২০১২ সাল থেকেই ভাইয়ের সাথে প্রতিপক্ষ শামীম গ্রুপের রাজনীতিসহ বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এরই জের ধরে সকালে ভাই খামারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলে রাস্তায় মোটরসাইকেল থামাতে বলে শামীম। এ সময় শামীমের নেতৃত্বে তার লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভাইয়ের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে চলে যায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা এসে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এক হাত, এক পা ভেঙে দেয়া হয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আননুর যায়েদ হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জীবননগরের মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব দুর্বৃত্তদের কোপে আহত

জীবননগর উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আঃহান্নানের পর মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খানকে একই স্টাইলে কুপিয়েছে দুর্বত্তরা। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভতি করেন। এ সময় হাসপাতালে কমরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোরে রেফার্ড করেন।

আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের আলার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদ বলেন, চেয়ারম্যান প্রতিদিন সন্ধার সময় আলার মোড়ে চা খেতে আসেন শুক্রবার ঠিক একসময় চা খেতে এসেছিলেন রাত ৮টার দিকে তিনি বাড়িতে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বত্তরা চলন্ত অবস্থায় চেয়ারম্যানের পিঠে কোপ মেরে পালিয়ে যায়। এসময় স্থানীয় কিছু লোকজন চেয়ারম্যানকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কতৃব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোরে রেফার্ড করেছেন।

জীবননগর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ওমর ফারুক বলেন,মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পিঠে কোপ মেরেছে তিনার পেশার বেশি ও এ্যাজমার সমস্যার কারনে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর রেফাড করা হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম জাবীদ হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনের পিঠে একটি ধারাল অস্ত্রের আঘাত করেছে দুর্বত্তরা।তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকরা যশোরে রেফার্ড করেছে । এ ঘটনায় এখনও কোন অভিযোগ পায়নি তবে অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ মাঠে কাজ করছে।